Cosmo School

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ১ম পত্র

দুই বিঘা জমি

বাস্তুভিটার প্রতি উপেনের প্রচণ্ড ভালোবাসা। সে দরিদ্র। তাই বলে সে তার মাতৃসম বসতবাড়ির ভিটাটুকু বিক্রি করে কুলাঙ্গার সন্তান হতে চায় না। সাতপুরুষ বংশ পরম্পরায় যেখানে জন্মগ্রহণ করেছে, সে মাটিকে উপেন মাতৃভূমি হিসেবে পবিত্র মনে করে। অভাবের তাড়নায় বাস্তুভিটা বিক্রি করার অর্থ হলো নিজ মাকে বিক্রি করা। তাই উপেন শত কষ্টেও জন্মভূমিকে আগলে রাখতে চেয়েছে।

বাবু সাহেব, অর্থাৎ ভূস্বামী প্রচুর জমির মালিক হয়েও তার চোখ পড়েছে নিরীহ উপেনের দুই বিঘা জমির ওপর। বাগানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান করার করার অজুহাতে ভূস্বামী মিথ্যা ডিক্রি নিয়ে, দেনার দায়ে উপেনের শেষ সম্পদ ওই সামান্য জমি হস্তগত করে। উপেন নিঃস্ব হয়ে পড়ে। উপেন তখন এই বলে সান্ত্বনা মানে যে স্রষ্টা হয়তো তাকে সামান্য ভিটে মাটির মোহে আবদ্ধ রাখতে চাননি। তাই দুই বিঘা জমির পরিবর্তে সমস্ত বিশ্ব নিখিলে তার ঠাঁই হয়েছে।

প্রশ্ন: 'দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া'। উপেনের এ উক্তির কারণ কী?
প্রশ্ন: 'তাই লিখি দিল বিশ্ব নিখিল দু'বিঘার পরিবর্তে'—বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

দরিদ্র কৃষক উপেনের শেষ সম্বল দুই বিঘার ভিটেটুকু জমিদার বাবু তার বাগান বাড়ানোর জন্য কিনে নিতে চায়। কিন্তু উপেন সাত পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত সে জমি বিক্রি করতে না চাইলে জমিদারের ক্রোধের শিকার হয়। মিথ্যা মামলা দিয়ে জমিদার সে জমি দখল করে নেয়। ভিটে ছাড়া হয়ে উপেন বাধ্য হয় পথে বেরোতে।

সন্ন্যাসীবেশে সাধুর শিষ্য হয়ে তখন দেশে দেশে ঘুরে অনেক মনোহর তীর্থস্থান, মনোরম দৃশ্য অবলোকন করে। কিন্তু পাহাড়, পর্বত, বিজন নগরে, যখন যেখানে সে ভ্রমণ করেছে, এক মুহূর্তের জন্যও তার জন্মভূমির পৈতৃক দুই বিঘার ভিটে মাটির কথা ভুলতে পারেনি। তাই ১৫-১৬ বছর পরে একদিন চিরপরিচিত নিজ গ্রামে ফিরে আসে।

গ্রামের অন্য সব কিছু ঠিকঠাক থাকলেও তার ভিটে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উপেন তার জন্মভিটার আঙ্গিক পরিবর্তনকে আপন পরিচয় ভুলে যাওয়ার মতো আচরণ ভেবে, তাকে 'নিলাজ কুলটা' বলে ধিক্কার জানিয়েছে। তার চিরচেনা সাধের ভিটায় এসে সে লক্ষ করে, জননীরূপী তার ভিটের আমূল পরিবর্তন। এ ভিটেটুকু ছিল তার হৃদয়ে দেবীর মতো, দরিদ্র মায়ের মতো। অথচ আজ এর সাজগোজ যতই চাকচিক্যময় হোক না কেন, সে আজ পরদাসী। মাতৃভিটার এহেন পরিবর্তনকে উপেনের দৃষ্টিতে মনে হয়েছে অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর ও দাসত্ব গ্রহণের হীন মনোবৃত্তি রূপে।

হঠাৎ সে লক্ষ করে তার ছোটবেলার স্মৃতিবিজড়িত সেই আমগাছটি তখনো রয়ে গেছে। সেই আমগাছের ছায়াতলে বসে উপেন যখন তার ছেলেবেলার কথা ভাবছিল, তখন হঠাৎ বাতাসের ঝাপটায় দুটি পাকা আম পড়ে তার কোলের কাছে। আম দুটিকে জননীর স্নেহের দান হিসেবে সে গ্রহণ করে। কিন্তু তখনই ছুটে আসে মালি। উপেনকে সে 'আমচোর' বলে গালাগাল করে জমিদারের সামনে হাজির করে। উপেন জমিদারের কাছে আম দুটি ভিক্ষা চাইলে জমিদার তাকে সাধুবেশী 'চোর' বলে মিথ্যা অপবাদ দেয়।সমাজের শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের জীবন ও বাস্তবতা প্রায় একই রকম। সম্পদশালীরা আরও সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য গরিবের সর্বস্ব হরণ করে।

প্রশ্ন: 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
প্রশ্ন: উপেন তার জন্মভিটাকে নিলাজ কুলটা বলে ধিক্কার জানিয়েছে কেন?